কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট বিচারক্ষেত্র

আপীল বিভাগ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী

২০০৮ সালের ডবলুপিএ ৭৫৫৩

কামেশ্বর নারায়ণ সিং

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা

সঙ্গে

২০০৭ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৯০২১-

রীতা সিং (মিত্র) এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্যরা

২০০৭ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৯০২১-এ আবেদনকারীর জন্যঃ

শ্রীমতি **শুভান্বিতা ঘোষ**

২০০৮ সালের ডব্লিউ. পি. এ ৭৯৫৩-এ উত্তরদাতা নং ৫ ও ৬-এর জন্যঃ

শ্রীমতি **শুভান্বিতা ঘোষ**

শুনানি ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে শেষ হয়েছে।

রায় ১৬ই অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে।

বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী:-

১. উপরে উল্লিখিত রিট পিটিশনটিতে তথ্য ও আইনের একই রকম বিষয় জড়িত। অতএব, এই আদালত উভয় রিট পিটিশন একসাথে শুনেছে এবং এই আদালত উভয় রিট পিটিশনে নিম্নলিখিত সাধারণ রায় প্রদান করেছে।

২. ১৯শে মার্চ, ২০০৮ তারিখে, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা, হুগলি আবেদনকারীকে একটি চিঠি লিখে বিতর্কিত কারণে মেসার্স কে. নারায়ণ এবং কোং ইটভাটার কার্যক্রম বন্ধ করে দেন

হুগলি জেলার বৈদ্যবাটি মৌজার দাগ নং ৮১২(পি), ৮৩৯(পি), ৮৬০(পি) এবং ৮৮১(পি) সম্বলিত জমির প্লট, কারণ আবেদনকারী বিতর্কিত জমির উপর তার মালিকানার সমর্থনে কোনও স্পষ্ট, অবিসংবাদিত মামলা-মোকদ্দমা-মুক্ত নথি উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে।

৩. তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনে উক্ত চিঠিটি আপত্তিকর।

৪. সংশ্লিষ্ট মামলাগুলি পরিচালনা করার আগে, বিরোধের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। সম্পত্তিটি মূলত গণেশ সিং-এর মালিকানাধীন ছিল। তিনি উইলবিহীনভাবে মারা যান এবং তিন পুত্র, যথা নাথুনি, রামায়ণ এবং পরশুরাম রেখে যান। কখনও কখনও ১৯৭০ সালে, মৃত কামতাপ্রসাদ সিং, যিনি আবেদনকারীর পিতা এবং ব্যক্তিগত উত্তরদাতা নং ৫ এবং ৬, পরশুরাম এবং নাথুনির স্ত্রী শ্রীমতি দলরাজ সিং-এর সাথে রামায়ণ সিং-এর বিরুদ্ধে তাদের যৌথ সম্পত্তির বিভাজনের জন্য ১৯৭০ সালের ৭৪ নম্বর মালিকানা মামলা দায়ের করেন। বিবাদী রামায়ণ সিং উক্ত মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি। বিভাজনের জন্য উক্ত মামলাটি একতরফাভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে ২/৩ ভাগ বাদীর এবং ১/৩ ভাগ বিবাদীর। কামতাপ্রসাদ তাঁর পুত্র কামেশ্বর নারায়ণ সিং, আবেদনকারী এখানে, ব্যক্তিগত বিবাদী নং ৫ এবং ৬ এবং তাঁর স্ত্রীকে তাঁর আইনি উত্তরাধিকারী এবং প্রতিনিধি হিসেবে ৭ই অক্টোবর, ২০০৬ তারিখে রেখে মারা যান। রামায়ণ সিং এবং তাঁর স্ত্রীও বিনা কারণে মারা যান এবং রামায়ণ সিং-এর মালিকানাধীন সম্পত্তির ১/৩ অংশ আবেদনকারী এবং ব্যক্তিগত বিবাদীদের উপর সমানভাবে বিভক্ত হয়।

৫. এই বাস্তব পটভূমিতে, আবেদনকারী যিনি ব্যক্তিগত বিবাদী নং ৫ এবং ৬-এর বড় ভাই, তিনি একটি ইটভাটার মালিক।

কে. নারায়ণ অ্যান্ড কোং, হুগলি জেলার মৌজা বৈদ্যবাটির ১৬২৪ নং আরএস খতিয়ানের সংলগ্ন আর.এস প্লট নং ৮১২, ৮১৩ এবং ৮১৪-এ অবস্থিত। শ্রীমতী আবেদনকারীর মা ললিতা দেবী, ২০শে মে, ১৯৭৫ তারিখের বিক্রয় দলিলের মাধ্যমে, কানাইলাল গোস্বামী এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে ক্রয় করা উপরোক্ত প্লটে তার ৮ আনা অংশের জন্য আবেদনকারীর পক্ষে চারটি উপহারের দলিল সম্পাদন এবং নিবন্ধন করেন। আবেদনকারীর পিতা, মৃত, কামতা প্রসাদ সিং, ১৯৬৮ সালের ২৩ নং টাইটেল এক্সিকিউশন মামলার সাথে সম্পর্কিত নিলাম বিক্রয়ের মাধ্যমে ক্রয় করা উক্ত তিনটি প্লটের ৫০% জমি আবেদনকারীর পক্ষে হস্তান্তর করেন, ৬ই মার্চ, ১৯৮৯ এবং ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮৯ তারিখের তিনটি নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে। এইভাবে, আবেদনকারী উপরোক্ত প্লটের সমগ্র জমির সম্পূর্ণ বৈধ মালিক হন এবং ১৯৮৯-৯০ সাল থেকে ১৯শে মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত কোনও বাধা বা ঝামেলা ছাড়াই ইটের ক্ষেত পরিচালনা করে আসছিলেন, যখন তিনি উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা জারি করা আপত্তিকর চিঠিটি পান। আবেদনকারীর উক্ত ব্যবসার জন্য ট্রেড লাইসেন্স ছিল। তিনি উক্ত ইটভাটার জন্য পৌর কর প্রদান করে আসছেন। তিনি তার ব্যবসার জন্য সরকারকে রয়্যালটি এবং সেসও প্রদান করে আসছেন। আবেদনকারীর অভিযোগ, ৫ এবং ৬ নম্বর বিবাদীরা আবেদনকারীর ইটভাটার কাজ বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন এবং সেই লক্ষ্যে, তারা হুগলির বিজ্ঞ সিভিল জজ (বরিষ্ঠ ডিভিশন) এর দ্বিতীয় আদালতে বিভাজন, নিষেধাজ্ঞা এবং অন্যান্য প্রতিকারের জন্য ২০০৭ সালের ১১ নম্বর মালিকানা মামলা দায়ের করেছেন, যা ২০০৭ সালের ১১ নম্বর মালিকানা মামলা হিসেবে নিবন্ধিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত বিবাদীরা আদেশ ৩৯ বিধি ১ এবং ২ এর ১৫১ ধারার সাথে পঠিত আদেশের অধীনে নিষেধাজ্ঞার জন্য আবেদনও করেছেন

ফৌজদারি কার্যবিধি এর অস্থায়ী এবং সেইসাথে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার জন্য প্রার্থনা করে। বিদ্বান বিচার বিচারক পক্ষগুলির কথা শোনার পর, ১২ইয় ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ তারিখে একটি আদেশ পাস করেন যাতে উভয় পক্ষকে সীমিত সময়ের জন্য মামলা সম্পত্তির প্রকৃতি এবং চরিত্রের ক্ষেত্রে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

৬. ব্যক্তিগত বিবাদীরা ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ ধারার অধীনে এই আদালতে একটি আবেদনও দাখিল করেছিলেন, যা ২০০৭ সালের WP নং ৯০২১ হিসাবে নিবন্ধিত হয়েছিল। আবেদনকারী এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে একটি রিট জারি করার জন্য আবেদন করা হয়েছিল যাতে বিবাদীদেরকে মেসার্স কে. নারায়ণ অ্যান্ড কোং-এর পক্ষে অথবা আবেদনকারীর নামে জারি করা খনি পারমিট লাইসেন্স গোপন/বাতিল/প্রত্যাহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। আরও ঘোষণা করা হয়েছিল যে প্রশ্নে উল্লিখিত জমিগুলি অর্পিত জমি। উক্ত রিট আবেদনের শুনানি একইভাবে করা হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন আদালতে পক্ষগুলির অনুরোধে অন্যান্য কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। ৭ই সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে ব্যক্তিগত বিবাদী রিসিভার নিয়োগের জন্য সিআরপিসির আদেশ ৪০ বিধি ১-এর অধীনে একটি আবেদন দাখিল করেছিলেন। উক্ত আবেদনটিও ট্রায়াল কোর্ট খারিজ করে দেয়। এইভাবে, উক্ত ইটভাটার আবেদনকারী কর্তৃক ব্যবসা পরিচালনায় বাধা প্রদান এবং হয়রানির প্রতিটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর, ৫ এবং ৬ নং উত্তরদাতারা হুগলির ডিএল এবং এলআরও-এর কাছে একটি আবেদন দাখিল করেন, অভিযোগ করে যে, ব্যক্তিগত বিবাদীরা ইটভাটার ক্ষেত্রে সহ-অংশীদার। আবেদনকারীকে তাদের যৌথ সম্পত্তির সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে ভাগাভাগি করতে এবং ইটভাটার হিসাব জমা দিতে বলা হয়েছিল, কিন্তু আবেদনকারী সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে যৌথ সম্পত্তির ভাগাভাগি করতে এবং ইটভাটার হিসাব দিতে ব্যর্থ হন। হুগলির ডিএল এবং এলআরও-এর তরফ থেকে একটি চিঠির মাধ্যমে

২৫শে জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে আবেদনকারী এবং তার মাকে ব্যক্তিগত বিবাদীদের দাখিল করা আবেদন নিষ্পত্তির জন্য সমস্ত কাগজপত্র সহ ২৯শে জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে তার সামনে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নির্দেশ অনুসারে আবেদনকারী এবং তার মা ২৯শে জানুয়ারী, ২০০৮ তারিখে প্রাসঙ্গিক নথি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীকালে, ৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৮ তারিখে আবেদনকারী আবার বিবাদী নং ২-এর সামনে উপস্থিত হন এবং আবেদনকারী এবং তার মায়ের পক্ষে একটি লিখিত আপত্তি জমা দেন। লিখিত আপত্তিতে আবেদনকারী বিশেষভাবে উল্লেখ করেন যে তিনি ইটভাটার সম্পূর্ণ মালিক এবং তার দাবির সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দাখিল করেন। পরবর্তীকালে, ডিএল এবং এলআরও কর্তৃক বিবাদীদের ইটভাটার কোনও উৎপাদন কাজ পরিচালনা থেকে বিরত রাখার আদেশ জারি করা হয়।

৭. ব্যক্তিগত বিবাদীরা তাৎক্ষণিক রিট আবেদনে আবেদনকারীর করা সম্পূর্ণ অভিযোগের বিরোধিতা করে একটি হলফনামা দাখিল করেছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিগত বিবাদীরা বিশেষভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন যে গণেশ সিংয়ের পুত্র রামায়ণ সিংহ ১০ এপ্রিল, ১৯৫৬ সাল থেকে বিষয় জমির সরাসরি ভাড়াটে ছিলেন। এই আদালত ১৯৫৯ সালের দ্বিতীয় আপিল নং ১৩৯-এ রামায়ণ সিংয়ের সম্পূর্ণ মালিকানা স্বীকৃত করেছে। আবেদনকারীর পিতা এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিগত বিবাদীরা, অর্থাৎ কামতাপ্রসাদ সিং ১৯৭০ সালের মালিকানা মামলা নং ৭৪-এর একটি বিভাজন মামলা দায়ের করেন, যার প্রাথমিক ডিক্রি ৮ জুন, ১৯৭২ এবং ১৪ জুন, ১৯৭২ তারিখে হুগলির দ্বিতীয় আদালতের বিজ্ঞ সহকারী জেলা জজ পক্ষগুলির মধ্যে ভাগ ঘোষণা করে। যাইহোক, উক্ত মামলায় চূড়ান্ত আকারে একটি ডিক্রির মাধ্যমে যৌথ সম্পত্তি মেটা এবং সীমানা দ্বারা ভাগ করা হয়নি। অতএব,

বিবাদীরা ২০০৭ সালের ১১ নম্বর মামলায় প্লট ভাগাভাগি করার জন্য মামলা দায়ের করেন। মৌজা বৈদ্যবাটির ৮১২, ৮১৩ এবং ৮১৪ নম্বর নং, যেখানে আবেদনকারী অবৈধভাবে তার ইটভাটা পরিচালনা করতেন। জমির রেকর্ডে ৮১২, ৮১৩ এবং ৮১৪ নম্বর নং সম্বলিত জমির প্লটগুলি এখনও রামায়ণ সিং-এর নামে রয়েছে। আবেদনকারী ২৪শে আগস্ট, ২০০৬ তারিখে বিএল এবং এলআরও-এর কাছে ইটভাটা পরিচালনার জন্য তার জমির প্লটের অধিকার রেকর্ডে নাম সংশোধনের জন্য আবেদন করেছিলেন কিন্তু জমির রেকর্ডটি সংশোধন করা হয়নি। বিএল এবং এলআরও, শ্রীরামপুর বিরোধিতায় একটি হলফনামা দাখিল করেছেন, যেখানে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী মেসার্স কে. নারায়ণ অ্যান্ড কোম্পানির নাম এবং স্টাইলে ইটভাটার মালিক। তবে, প্রশ্নবিদ্ধ প্লটগুলি গণেশ সিং-এর ছেলে রামায়ণ সিং-এর নামে রেকর্ড করা হয়েছিল। বিবাদীদের পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে, 'প্রাথমিকভাবে ইট তৈরির ব্যবসাটি সহ-ভাগাভাগিদাররা যৌথভাবে পরিচালনা করতো কিন্তু পরবর্তীতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আবেদনকারী ব্যবসাটি পরিচালনা করে আসছিলেন। বেসরকারি বিবাদীদের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কর্মকর্তা উভয় পক্ষকে তাদের জমির মালিকানা সম্পর্কিত নথিপত্র উপস্থাপনের জন্য ডেকেছিলেন কিন্তু আবেদনকারী প্লটের মালিকানা সম্পর্কিত স্পষ্ট এবং বিতর্কিত নথিপত্র উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হন।

৮. এই আদালত আবেদনকারীর পাশাপাশি উত্তরদাতাদের পক্ষে বিদ্বান আইনজীবীদের কথা শুনেছে। আবেদনকারী রাষ্ট্রের উত্তরদাতাদের, তাদের প্রতিনিধি এবং কর্মচারীদের নির্দেশ দেওয়ার জন্য ম্যান্ডামাস প্রকৃতির একটি রিট জারি করার জন্য অনুরোধ করেছেন-

i) আইন অনুযায়ী কাজ করা এবং উৎপাদন করা।

ii) উত্তরদাতা নং ২ দ্বারা জারি করা ১৯ মার্চ, ২০০৮ তারিখের চিঠিটি বাতিল বা বাতিল করার আদেশ জারি করা।

iii) আবেদনকারীর কাজে হস্তক্ষেপ করা থেকে উত্তরদাতাদের বিরত রাখা। আবেদনকারী শংসাপত্র এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ত্রাণের প্রকৃতির একটি রিট জারি করার জন্যও অনুরোধ করেছেন।

৯. তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনে জড়িত বিষয়টি হল যে আবেদনকারী প্রশ্নযুক্ত ইটের জমির পরম মালিক কিনা। দ্বিতীয়ত, বেসরকারি উত্তরদাতা নং ৫ ও ৬-এর মৌজা বৈদ্যবতীর প্লট নং ১,৮১৩ ও ৮১৪-এর উপর কোনও অধিকার, মালিকানা ও সুদ রয়েছে কিনা এবং তৃতীয়ত, রিট পিটিশনটি সত্যের বিতর্কিত প্রশ্নের সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য কিনা।

১০. এটি আর পুনরায় সংহত নয় যে সত্যের বিতর্কিত প্রশ্নটি রিট পিটিশনে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

১১. এটা বলা বাহুল্য যে রাষ্ট্র বা তার হাতিয়ারের প্রতিটি পদক্ষেপ, যা অবৈধ, নির্ধারিত পদ্ধতি লঙ্ঘন করে, অযৌক্তিক, অযৌক্তিক বা কুৎসা রটনাকারী, বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত। রাষ্ট্র বা অন্যান্য সংবিধিবদ্ধ বা সরকারি সংস্থার প্রতিটি নির্বাহী বা প্রশাসনিক পদক্ষেপ, যা "আইনত কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত", যা মৌলিক অধিকার বা যেকোনো আইন লঙ্ঘন করে, বিচারিক পর্যালোচনার জন্য উন্মুক্ত। তবে, নির্দিষ্ট জমির মালিকানা সম্পর্কিত বিতর্কিত তথ্যের প্রশ্ন, চুক্তিবদ্ধ চুক্তি লঙ্ঘন সম্পর্কিত দুই ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ, অথবা এক পক্ষের চুক্তির শর্তাবলী বিচারিক পর্যালোচনার আওতায় আসে না।

১২. এই মামলায়, পক্ষগুলির মধ্যে বিরোধের মূল বিষয় হল যে, যে জমিতে ইটভাটাটি চালু ছিল তা কি আবেদনকারীর ব্যক্তিগত জমি নাকি আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা নং ৫ এবং ৬ উভয়ের মালিকানাধীন যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি। উক্ত বিরোধটি ১৯৭২ সাল থেকে চলছে। পক্ষগুলির মধ্যে ভাগাভাগির মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বিষয় জমির ক্ষেত্রে পক্ষগুলির মালিকানা রিট কোর্ট দ্বারা নয়, দেওয়ানি আদালত দ্বারা নিষ্পত্তি করা হবে।

১৩. অতএব, এই আদালতের অভিমত হল যে তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনের কোনও যোগ্যতা নেই এবং আবেদনকারী তাৎক্ষণিক রিট পিটিশনে কোনও স্বস্তি পাওয়ার অধিকারী নন।

১৪. তদনুসারে, তাত্ক্ষণিক রিট পিটিশনটি প্রতিযোগিতায় খারিজ করা হয়, তবে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

(বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal